দৈনিক জনকণ্ঠ

২৩/৫/২০০৭

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২.....

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সকল পরীক্ষায় 'লিথো কোড সিস্টেম' চালু করার সিদ্ধান্ত

শরিফুজ্জামান পিন্টু

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষায় 'লিথো কোড সিস্টেম' চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পরীক্ষার খাতা বণ্টনে গোপনীয়তা রক্ষা, টাকার বিনিময়ে নম্বর বাড়ানো ও টেম্পারিং বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় আগামী সকল পরীক্ষায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করবে। এর ফলে কোন পরীক্ষকই জানবেন না তিনি কোন পরীক্ষার্থী বা কোন পরীক্ষা কেন্দ্রের খাতা দেখছেন।

এদিকে শিক্ষকদের হয়রানি বন্ধে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নকারীদের পারিশ্রমিক তাৎক্ষণিক প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। একজন পরীক্ষক খাতা নেবার সময় তার কাছ থেকে পারিশ্রমিকের বিল গ্রহণ করা হবে এবং খাতা দেখা শেষ হবার আগেই পরীক্ষকের ঠিকানায় চেক পাঠিয়ে দেয়া হবে। সোনালী ব্যাংকে জমা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এই চেক ক্যাশ করা যাবে।

জানা যায়, পরীক্ষায় দুর্নীতি ও পরীক্ষকের পারিশ্রমিক নিয়ে হয়রানির বিষয়টি বন্ধের জন্য বিভিন্ন মহল দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছে। বিষয়টি সহনশীলতার মাত্রা অতিক্রম করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার খাতা দেখায় দুর্নীতি বন্ধে সকল পরীক্ষায় 'লিথো কোড সিস্টেম' চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর বিনয় রতন বড়ুয়া জনকণ্ঠকে বলেন, ডিগ্রী পরীক্ষায় লিথো কোড সিস্টেম চালু করে সুফল পাওয়া গেছে। তাই পরীক্ষার গোপনীয়তা রক্ষায় অনার্স, মাস্টার্স, এলএলবিসহ সকল পরীক্ষায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এটা অনুসরণের সুফল হচ্ছে একমাত্র কম্পিউটার ছাড়া কোন পরীক্ষকের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে, তিনি কোন পরীক্ষার্থী বা কোন পরীক্ষা কেন্দ্রের খাতা দেখছেন।

এদিকে পরীক্ষকের পারিশ্রমিক প্রদানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক ও জটিল প্রক্রিয়া বন্ধের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পারিশ্রমিক পাবার জন্য পরীক্ষকদের বছরের পর বছর অপেক্ষা ছাড়াও নানামুখী হয়রানির শিকার হতে হতো। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি ডালপালা বিস্তার করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষকের পারিশ্রমিক প্রদানে সহজ পদ্ধতি বের করা হয়েছে। একজন পরীক্ষক যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষার খাতা গ্রহণ করবেন তখনই যতগুলো খাতা নেবেন তার বিল হিসাব করে জমা দেবেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই বিলের চেক পরীক্ষকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। একজন পরীক্ষক জানান, এই নিয়ম চালু হলে পরীক্ষকরা খাতা দেখার পারিশ্রমিক পেতে হয়তবা দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন।